যুগান্তর

তারিখ 20 SEP 2016
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম

ঝিনাইদহে মাদ্রাসা সুপার পদে ১২ লাখ টাকার নিয়োগ বাণিজ্য

ঝিনাইদহ প্রতিনিধি

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার বালিয়াডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসার সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে ১২ লাখ টাকা নিয়োগ বাণিজ্যের অভিযোগ উঠেছে। রোববার সকাল ১০টার দিকে ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে একটি কক্ষে গোপনে এ নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়েছে। বেলা ৩টার দিকে বিষয়টি জানাজানি হলে (মহাপরিচালক শিক্ষা অধিদফতরের প্রতিনিধি ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আফরোজা খাতুন বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের ক্লাস চলা অবস্থায় অন্য স্কুলের নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করার খবরের সত্যতা স্বীকার করেন। তিনি আরও বলেন, বিদ্যালয়ে ক্লাস চলা অবস্থায় অন্য স্কুলের নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করা সঠিক হয়নি। তিনি দাবি করেন ডিজির প্রতিনিধি হিসেবে মাত্র ৫০০০ টাকা সম্মানী প্রদান করা হয়েছে তাকে। এর বেশি কোনো টাকা গ্রহণ করেননি মর্মে আরও দাবি করে তিনি বলেন, অন্য কেউ দুর্নীতি করলে তার দায়িত্ব নেবেন না তিনি। এদিকে নিয়োগ প্রার্থী, ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর মাধ্যমিক স্কুলের মৌলভী শিক্ষক এমএইচ শুকুর আলী, কালীগঞ্জ কানুহরপুর মাদ্রাসার সহকারী সুপার মো. আবু তালেব, কালীগঞ্জ মহিলা মাদ্রাসার সুপার নুরুন্নাহসহ অন্তত ৭ জন প্রার্থী নিয়োগ পরীক্ষায় অংশ নিতে পারেননি। প্রাপ্ত তথ্য মতে, মোট ১১ জন উল্লিখিত মাদ্রাসাটির সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে আবেদন করেন। ২৪ জুলাই একই পদে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করার দিনে পরিকল্পিতভাবে বাতিল করা হয়। পরে নিয়োগ বাণিজ্য পাকাপোক্ত করার জন্য ১৮ সেপ্টেম্বর পুনঃনিয়োগ পরীক্ষার জন্য দিন ধার্য করা হয়। অভিযোগ করা হয়েছে— এদিন সংশ্লিষ্ট কালীগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আরিফ সরকার, বালিয়াডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মহসীন আলী, ভারপ্রাপ্ত সুপারিনটেন্ডেন্ট সাখাওয়াত হোসেন, ম্যানেজিং কমিটির সদস্য আবদুল জব্বার মোটা টাকার বিনিময়ে গোপনে নিয়োগ পরীক্ষা নেয়ার ব্যবস্থা করেন। ডিজির প্রতিনিধিকে পটিয়ে পছন্দের প্রার্থীকে চাকরি দেয়ার জন্য তারা ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ে গোপন পরীক্ষা নেন। যে কারণে ১০০০ টাকা ব্যাংক ড্রাফটসহ যথাসময়ে দরখাস্ত করেও নিয়োগ পরীক্ষার খবর বা ইন্টারভিউ কার্ড পাননি ৫ জন প্রার্থী। তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, আগেই ষড়যন্ত্র করে আবেদনকারীদের মধ্য থেকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলার কালীচরণপুর মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক এমএইচ শুকুর আলীর নাম বাদ দেয়া হয়। তিনি সরাসরি অভিযোগ করে বলেছেন, ডিজির প্রতিনিধি ঝিনাইদহ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও কালীগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আরিফ সরকার ও সংশ্লিষ্ট মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি ১২ লাখ টাকার বিনিময়ে সুপারিনটেন্ডেন্ট পদে মোস্তাফিজুর রহমান নামের এক ব্যক্তিকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। তিনি বর্তমানে কালীগঞ্জ উপজেলার বারোবাজার মাদ্রাসার সহকারী শিক্ষক পদে কর্মরত আছেন বলে জানা গেছে।

গোপনে অনুষ্ঠিত হয় নিয়োগ পরীক্ষা

এদিকে সোমবার ঝিনাইদহ সহকারী জজ আদালতে শুকুর আলী নিয়োগ বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন। ওই মামলায় আদালত বিবাদীদের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন। কালীগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আরিফ সরকার ও বালিয়াডাঙ্গা দাখিল মাদ্রাসার ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি মহসীন আলী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, নিয়মনীতি মেনে নিয়োগ গ্রহণ করা হয়েছে। কারও অভিযোগে কাজ হবে না বলে জানান কালীগঞ্জ উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার। প্রসঙ্গত এই কর্মকর্তার বিরুদ্ধে আগে থেকেই দুর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। অথচ তাকে ঝিনাইদহ সদর উপজেলা শিক্ষা অফিসার হিসেবে বদলি করা হয়েছে।